বিপরীতের আলিঙ্গন
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের দ্বন্দ্বতত্ত্বের দ্বিতীয় স্বীকার্যের পর্যালোচনা

সাইফ তারিক

দ্বন্দ্ব কখনো দ্বিধা, কখনো বিরোধ— দ্বন্দ্ব বর্তমান। দ্বিধা বা বিরোধের বিদ্যমানতা পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল। বিরোধ দ্বিধার পরিমাণগত কারণপ্রসূত গুণ। একই প্রক্রিয়ার বিপরীতক্রমে দেখলে, দ্বিধা বিরোধের পরিমাণগত কারণপ্রসূত গুণ। ন্যূনতম দ্বন্দ্বের (ন্যূনতম দ্বিধারও) অপর নাম 'অভিমান'; অধিকতম দ্বন্দ্বের (অধিকতম বিরোধেরও) অপরনাম 'রণ'। তথাপি দ্বন্দ্ব বর্তমান, অল্পে কিংবা অধিকে। তবে দিন ও রাত সদা দ্বন্দ্বমুখর, এ কথা বললে অত্যুক্তি হয়। দিন-রাত্রি সম্পর্কটি আবর্তনী পরিপূরক সম্পর্ক। জগৎ ও জীবের অস্তিত্বের জন্য এ সম্পর্কের প্রয়োজন রয়েছে বৈকি। দ্বন্দ্ব-সন্ধান চটজলদি বিষয় নয়, বরং চিন্তন-পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক শর্তাবলি মান্য করে নিবিষ্ট হয়ে ভাবার বিষয়। বস্তুর বিকাশের মূলে দ্বন্দ্ব এবং বস্তুর অস্তিত্ব দ্বান্দ্বিক। দ্বন্দ্ব নিরসিত হলে অর্থাৎ দ্বন্দ্বস্পন্দন (হৃৎস্পন্দনের মতোই) থেমে গেলে যে দশা হয় তার নাম স্থিতি— অর্থাৎ সাম্যাবস্থা। কলিম খানের যুক্তি-বিচারে সে পরিস্থিতির নাম একার্ণব, যার কথা পুরাণে বিবৃত আছে। একক নারী ও একক পুরুষের যৌথ অবস্থান, অর্থাৎ সংসারও একটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। দ্বন্দ্বের বিভিন্ন ধরন ও মাত্রার বিষয়ে আলোচনায় ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের দ্বন্দ্বতত্ত্বের তিন স্বীকার্যের প্রসঙ্গ আসে, যদিও সব স্বীকার্যের বিস্তারিত আলোচনা এখানে করা হবে না। পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্বের (চলতি বয়ানে নর-নারী বা নারী-পুরুষ দ্বন্দ্বের) নিরিখে দ্বিতীয় স্বীকার্য 'বিপরীতের আলিঙ্গন'-এর পর্যালোচনা করাই এ লেখার উদ্দেশ্য।

এক. গৌরচন্দ্রিকা

নীরস বিষয়ের আলোচনা রসের আয়নায় বিষয়টির প্রতিবিম্ব দেখে করতে পারলে সবচেয়ে ভালো। তবে সে কাজ সহজ হয় না সচরাচর। কারণ মৃদুতম তরঙ্গেও আয়না আন্দোলিত হয় এবং লক্ষ্য অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। তেমন পরিস্থিতিতে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় অর্জুনের অধঃ নেত্রে ঊর্ধ্বে মৎস্যশিকার ব্যর্থ হতে বাধ্য। তবু সচেষ্ট হতে বাধা কী? অতএব 'রসময়' একটি প্রতিবেদনের কথা দিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক। প্রতিবেদনের শিরোনাম— "চায়না ব্যানস 'ব্রেস্ট বুস্টিং' কোকোনাট জুস অ্যাডস"। দি এশিয়া টাইমস পত্রিকার অনলাইন ভাষ্যে, গত ১৪ ফেব্রুয়ারি খবরটি প্রকাশিত হয়েছে। খবর শুরুর আগে উচ্চকিত ভাষ্যে (হাইলাইট) যা বলা হয়েছে, তা সরাসরি উদ্ধৃত করাই উত্তম— Hainan beverage maker in trouble for 'misleading and vulgar' ads after linking its drink to big busts. অর্থাৎ হাইনানের একটি পানীয় প্রস্তুতকারক কোম্পানি তার একটি পানীয়ের কার্যকারিতার সঙ্গে নারীর নিটোল সুডৌল স্তনের অধিকারী হওয়ার সম্পর্ক স্থাপন করে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছে। যারা বিজ্ঞাপনটিকে নজরদারির আওতায় এনেছে তারা বলেছে, এটি বিভ্রান্তিকর ও অশালীন।

অতঃপর প্রতিবেদন শুরু হলো এভাবে— Does coconut juice have anything to do with having a well-rounded bust? Probably not, but a Chinese beverage company based in the

southern tropical island of Hainan claims in its commercials and package designs that taking regular swigs of its coconut juice can cure 'breast deficiency.

নারকেলের এই 'শরবত' প্রস্তুতকারক কোম্পানিটির নাম 'হাইনান কোকোনাট পাম গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেড'। এটির বিশেষ পরিচিতি আছে, পরিচিতির কারণও বিশেষ— কোম্পানিটি তার পণ্যের বিজ্ঞাপনে ঊন-বসনা, বক্ষবতী তরুণীদের উপস্থাপন করতে খুব পছন্দ করে। বিজ্ঞাপনের ট্যাগ-লাইনগুলোও বেশ 'রসালো'। বলা যায়, এটি রীতিমতো 'রসিক' প্রতিষ্ঠান। নারকেলের নতুন শরবতের বিজ্ঞাপনে কোম্পানিটি যে বিজ্ঞাপন-কন্যাকে নিয়োজিত করেছে সে বলছে : "Look at me, I grew up drinking it" and "smearing coconut juice on your bust can boost its size."

প্রতিবেদন অনুযায়ী পানীয়টির প্যাকেটের নকশা এরকম : নব-উদ্ভাবিত নারকেলী পানীয়'র ক্যানেস্তারা নিয়ে বসে আছে এক সফেদ সুডৌলা সুতন্বী। তার লোভনীয় শারীরিক কাঠামো, যেন ললিতা; আঁটোসাটো পোশাকে তার বুকের খাঁজ-ভাঁজ স্পষ্ট দৃশ্যমান। এ বিজ্ঞাপন ক্রেতাদের কী মাত্রায় আকৃষ্ট করেছে তা বলা হয় নি। তবে হাইনানের বাজার-পরিবীক্ষণ কর্তৃপক্ষ এর প্রচার নিষিদ্ধ করেছে। তাদের বক্তব্য : এটি বিভ্রান্তিকর ও অশালীন বিজ্ঞাপন। নারকেলী শরবতের কার্যকারিতার ব্যাপারে প্রস্তুতকারক কোম্পানি যে দাবি করেছে তা সঠিক কি না তা যাচাই করে দেখার উদ্যোগ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

প্রস্তুতকারক কোম্পানি এ ধরনের চিত্তহারী বিজ্ঞাপন আগেও প্রচার করেছে তাদের অন্যান্য পণ্যের জন্য। আগের একটি বিজ্ঞাপনে কোম্পানিটি বলেছিল, তাদের 'ডালিম ফলের রস' খেলে পুরুষের যৌন নিষ্ক্রিয়তা দূর হয়; তেজ এমন বাড়ে যে, ছোটে আর ছোটে। কোম্পানিটিকে হেলাফেলা করা চলে না, কারণ তার ব্যবসাপাতি ভালো— বার্ষিক আয় ৭৩ কোটি ৮০ লাখ ডলার। তার নারকেলী শরবত গ্রেট হলের ভোজানুষ্ঠানের পানীয়-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ নতুন শরবত বাজারে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত। ওসব ভোজানুষ্ঠানে গণ্যমান্য বিদেশি অতিথিরা এ শরবত পান করেছেন কি করেন নি, তা জানা যদিও সম্ভব হয় নি। এই কুদরতি শরবত পান করতে হলে চীনা ভাষা জানার আবশ্যকতা রয়েছে। বিদেশি অতিথিদের ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা খুবই কম। চীনা ভাষা জানে না এমন 'বেরসিক' বিজ্ঞাপনটি পড়ে কোনো রসই আস্বাদন করতে পারবে না। যা-ই হোক, এ বিজ্ঞাপন ও কর্তৃপক্ষীয় নিষেধাজ্ঞা যে দ্বন্দ্ব-বিষয়ক আলোচনার সরস জমিন তাতে সন্দেহ নেই।

দুই. পূর্বপাঠের পুনরালোচনা

কার সঙ্গে কার দ্বন্দ্ব? 'খেজুরে দ্বন্দ্ব' (খেজুরে আলাপের মতো) নয় তো! মোটাতাজা ও তুলতুলে করার প্রক্রিয়ায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বাধা দেওয়ার বিষয়টি সিধা-সাদা আইনি বিষয় হিসেবে দেখে নিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। বলা যেতে পারে, কর্তৃপক্ষ তথা সরকার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে— একটি প্রলুব্ধকর, সারবত্তাহীন ও কামোদ্দীপক পণ্যের বিপণন আটকে দিয়ে। অথবা বলা যায়, ভোক্তার ভোগের অধিকার ও প্রস্তুতকারকের উৎপাদনের অধিকার ক্ষুণ্ন করে তারা মোটেও ঠিক কাজ করে নি। অনেক দ্বন্দ্বের লক্ষণ রয়েছে এ ঘটনার ভেতরে— কোম্পানি বনাম কর্তৃপক্ষ, কর্তৃপক্ষ বনাম সরকার, বাণিজ্যনীতি বনাম রাষ্ট্রনীতি, ভোক্তা বনাম কর্তৃপক্ষ, ভোক্তা বনাম রাষ্ট্র, নারী বনাম পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা প্রভৃতি। কিছু 'সুবক্ষপ্রত্যাশী' অবশ্যই কর্তৃপক্ষের বা সরকারের সঙ্গে 'বিরোধাত্মক' দ্বন্দ্ব বোধ করবে— সরকার তাদের 'গোলমণ্ডলাধিকারিণী' হতে বাধা দিয়েছে এ 'পুনশ্চ বিপ্লবী' অভিযোগে; যদিও

প্রকাশ্যে বিরোধে জড়ানোর সামর্থ্য তাদের নেই। আবার উদারতাবাদী গণতান্ত্রিক মানসিকতার কেউ এ ঘটনাকে ব্যক্তিস্বাধীনতা বনাম কর্তৃপক্ষীয় তথা সরকারি হস্তক্ষেপের দ্বন্দ্ব হিসেবেও দেখতে পারে। কে কীভাবে দেখছে, কে কীভাবে ভাবছে, তা খুব গভীরে গিয়ে দেখার অবকাশ নেই। তবে বিবিধ ধরনের দ্বন্দ্ব যে বর্তমান তার ইঙ্গিত রয়েছে এ ঘটনায়। সেসব দ্বন্দ্বের প্রকৃতি ও মাত্রা বুঝে নেওয়া জরুরি। নারকেলী শরবতের প্রসঙ্গ উত্থাপনের বিশেষ কারণও রয়েছে; এর ব্যাখ্যা পরে।

দ্বন্দ্বতত্ত্বের সারকথায় বলা যায় : Dialectics is the general theory of how things come into existence, change, and die out. Dialectics concentrates on processes, relations, and systems, and maintains that the main causes of the changes in processes, relationships or things are their internal conflicts ("contradictions"). [Weston]

'মার্কসবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব'-বিষয়ক যে কোনো গ্রন্থে বা প্রবন্ধে দ্বন্দ্বতত্ত্বের সারকথা এ রকমই। শুধু এ ধারণা এবং কিছু পরিভাষা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য সাধারণ পাঠই যথেষ্ট, বিশেষ পাঠ আবশ্যক নয়। তবে মনে রাখা দরকার, কোনো তত্ত্বকে 'মার্কসবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব' বলা হবে কি না তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, বিশেষ করে পশ্চিমা মার্কসবাদীদের (বা ইউরোপীয় মার্কসবাদীদের) মধ্যে।

দ্বন্দ্বে প্রতিপক্ষ (Opposite) লাগে। দ্বন্দ্বের সরলতমরূপে দুটি বস্তু বা দিক বা পক্ষের সম্পর্ক থাকে। এ সম্পর্ক বিরোধাত্মক পর্যায়ে গেলে একটি আরেকটিকে বাতিল করতে চায়, বন্ধন ছিন্ন করতে চায়। তারপরও সম্পর্কটি এমন যে, উভয়ই সম্পর্কের অস্তিত্বের বা বস্তুগত বা ধারণাগত অস্তিত্বের অংশ। এর বিশেষ অর্থ হলো, যদি কোনো কিছুকে তার প্রতিপক্ষ থেকে আলাদা করতে হয় (তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব ধরে নিয়ে), তাহলে ব্যাপক পরিবর্তন আবশ্যক। প্রতিপক্ষ দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকলেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংঘাত তৈরি করে না। ঘটনাপ্রবাহে সম্পর্কে সংঘাত সৃষ্টি হয়। সংঘাতে একপক্ষ অন্যপক্ষকে অধিকার করে নিতে পারে, অন্যথায় বিচ্ছেদ।

দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বিবিধ। পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্কে (তাদের মধ্যে বিরোধ থাক বা না থাক) দ্বান্দ্বিকতা রয়েছে; শ্রমিক ও মালিক, উৎপাদন ও ভোগ, তত্ত্ব ও চর্চা— সব দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে আবদ্ধ। দুই প্রতিপক্ষ যদি পরস্পরকে পূর্ণ করে তাহলে তারা সম্পূরক প্রতিপক্ষ। তারা পরস্পরের ভূমিকায় হস্তক্ষেপ করে না। সম্পূরক প্রতিপক্ষের সত্যি কোনো উদাহরণ আছে কি না এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারণ প্রতিপক্ষের স্বভাব হলো পরস্পরের ভূমিকায় হস্তক্ষেপ করা। তবে এমন ক্ষেত্রও আছে, যেখানে হস্তক্ষেপ বা নাক গলানোর (Interference) বিষয়টিকে নগণ্য ভাবা চলে। দুটি ট্রেড ইউনিয়ন একই নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে ধর্মঘটে ঘনিষ্টভাবে সহযোগিতা করে থাকে। চুম্বকের দুই মেরু পরস্পরের কাজে ব্যত্যয় ঘটায় না বলেই মনে করা হয়। সম্পূরক দ্বন্দ্ব বিরোধে (কনট্রাডিকশন) পরিণত হতে পারে। সম্পূরক দ্বন্দ্ব বিরল, থাকলেও ওই অবস্থায় দীর্ঘ সময় স্থির থাকে না।

প্রতিপক্ষরা যখন টানাপোড়েনে পড়ে পরস্পরের কাজে ব্যত্যয় ঘটায় তখন দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়। এ অবস্থাটিকে বিজড়িত দশা (Unity and Struggle of Opposites) বলা যায়। দ্বন্দ্বতত্ত্বের এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। মালিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব (বা বিরোধ বা সংগ্রাম), তত্ত্ব ও চর্চার দ্বন্দ্ব, পরমাণুর অভ্যন্তরীণ আকর্ষণ-বিকর্ষণ, কায়িক ও মানসিক শ্রমের দ্বন্দ্ব, সংস্কার ও বিপ্লবের দ্বন্দ্ব বিজড়িত দশার অন্তর্ভুক্ত। এ দশায় পক্ষগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন দেখা যায় না। তবে একটি 'সীমানা' থাকে, পক্ষগুলোর মধ্যে

আন্তঃসংযোগও থাকে। দ্বন্দ্বে সাধারণত একটি পক্ষ প্রবল হয়, যার প্রভাব ও সক্ষমতা বেশি। এ পক্ষের মধ্যে অধিকার করে নেওয়ার প্রবণতা থাকে। পরিস্থিতির কারণেই কোনো একটি পক্ষ প্রবল হয়ে দাঁড়ায়। দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের অর্থ : পক্ষগুলো বিজড়িত দশার মধ্যেই 'পৃথক' অবস্থায় রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দ্বন্দ্ব ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় বিকশিত হয়। দ্বন্দ্বের বিকাশ হয় না— এমন প্রপঞ্চ বিরল। বৈবাহিক সম্পর্কে অসম্মতির মাত্রা এমন পর্যায়ে যেতে পারে যে, একত্রে অবস্থান অসম্ভব।

দ্বন্দ্বতত্ত্বের মৌল ধারণা দ্বন্দ্ব। পরিমাণ ও গুণ বিশেষ গুরুত্ববহ। পরিমাণ একটি বৈশিষ্ট্য, যার কম-বেশি হয় এবং সাধারণত সংখ্যায় এর পরিমাপ করা হয়; যেমন, তাপমাত্রা, বয়স, ঘণ্টাপ্রতি মজুরি, মুনাফার হার প্রভৃতি। আর গুণ হচ্ছে এমন বৈশিষ্ট্য, যা থাকে অথবা থাকে না; যেমন, আকৃতি, সুন্দরতা, সবুজত্ব, বেকারত্ব, যুদ্ধাবস্থা, যার অবস্থা কম বা বেশি, তীব্র বা অতীব্র— এসব শব্দে উল্লেখ করা হয়। পরিমাণের পরিবর্তন অন্তর্বর্তী ধাপের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়। গুণগত পরিবর্তন প্রায়ই অন্তর্বর্তী ধাপ অতিক্রম করা ছাড়াই হতে পারে। পানি গরম করলে এর তাপমাত্রা (উষ্ণতার সাংখ্যিক পরিমাপ) ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। নির্দিষ্ট একটি তাপমাত্রায় পৌঁছার পর হঠাৎ বুদবুদের উদয় হয় এবং পানি ফুটতে শুরু করে। না ফোটা দশা থেকে ফোটন দশায় পৌঁছানো একটি গুণগত পরিবর্তন। পরিমাণগত পরিবর্তন নির্দিষ্ট পরিমাণে হলে তবেই গুণগত পরিবর্তন ঘটে।

একজন শ্রমজীবী কোথাও নিয়োজিত হলে তার বেকারত্বের অবসান হয়। এটি গুণগত পরিবর্তন, যাকে বলে দ্বান্দ্বিক নেতিকরণ। বরফের গলে যাওয়া, বীজের উদ্ভিদে পরিবর্তন, সাম্রাজ্যের ধ্বংস হওয়া, পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব সবই গুণগত পরিবর্তনের উদাহরণ। নেতিকরণের নেতিকরণ হলো একটি দ্বান্দ্বিক নেতিকরণের আরেক দফা দ্বান্দ্বিক নেতিকরণ। নেতিকরণের দ্বিত্ব ঘটলে পরিবর্তিত পরিস্থিতি দৃশ্যত মূল পরিস্থিতির অনুরূপ হতে পারে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য এবং ভিন্ন কিছু বৈশিষ্ট্য তার থাকবে। কারণ দ্বন্দ্বের অগ্রগমনে বৃত্তীয় আবর্তন নেই, অর্থাৎ পূর্ণ আবর্তন নেই, আংশিক আবর্তন আছে; তাতেও নতুন বৈশিষ্ট্য থাকে। দ্বিতীয় নেতিকরণে উচ্চতর ধাপে মূল দশার অনুরূপ দশার আবির্ভাব হয়। 'উচ্চতর ধাপ' মানেই ভালো অবস্থান বা ইতিবাচক পরিবর্তন নয়। তবে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারলে ভালো ফল (তথা ইতিবাচক ফল) পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

'প্রকৃতির দ্বন্দ্বতত্ত্ব' (The Dialectics of Nature)-এ এঙ্গেলস দ্বন্দ্বতত্ত্বের তিনটি স্বীকার্য স্থির করেন। এক. দ্বন্দ্বের সূত্র (The law of contradiction or the law of interpenetration of opposites)। দ্বন্দ্বতত্ত্বের এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি বা স্বীকার্য। এ নীতি অনুযায়ী, কোনো না কোনোভাবে সব পক্ষেরই একটি বিপরীত পক্ষ আছে। যখন প্রতিপক্ষরা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয় বা সংঘাতে লিপ্ত হয়, তখন তারা নতুন কিছুর জন্ম দেয়। দুই. পরিবর্তনের সূত্র (The law of change or the law of transformation of quantity into quality and vice versa)। এ নীতিতে বলা হয়েছে, সব গুণগত পরিবর্তন বস্তুর বা গতিপ্রকৃতির (forms of motion) পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে হয়; যেমন, পানির তাপমাত্রা বাড়াতে থাকলে একসময় তা বাষ্পে পরিবর্তিত হয়। আবার পানির তাপমাত্রা কমাতে থাকলে একসময় তা বরফে পরিবর্তিত হয়। তিন. বিকাশের সূত্র (The law of development or negation of negation)। এ নীতির ভাষ্য, সব বিকাশের মধ্যেই একগাদা বিরোধের অস্তিত্ব থাকে। ফলে বিকাশের প্রাকৃতিক (অর্গানিক) প্রক্রিয়া ত্রিমাত্রিক প্যাঁচ (স্পাইরাল)-এর মতো অগ্রসরমান, দ্বিমাত্রিক বৃত্তীয় চক্রের

মতো আবদ্ধ নয়। দ্বিমাত্রিক চক্রাবর্তনের মতো প্যাঁচালো আবর্তন সূচনাবিন্দুতে ফিরে না। ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্ব নেতিকরণের নেতিকরণের উদাহরণ।

তিন. বিপরীতের আলিঙ্গন

আগের অধ্যায়ের আলোচনায় মার্কসবাদের সাধারণ ভিত্তির বিষয়গুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে। এগুলো এঙ্গেলস-কর্তৃক প্রস্তাবিত, 'প্রকৃতির দ্বন্দ্বতত্ত্ব' গ্রন্থে। তাঁর প্রস্তাবকেই মার্কসবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের সাধারণ প্রস্তাব গণ্য করা হবে কি হবে না, এসবের সঙ্গে মার্কসের বিশ্লেষণের লক্ষণীয় পার্থক্য আছে কি নেই, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তথাপি অধিকাংশ আলোচনায় এবং লেনিন ও মাও'র বিশ্লেষণে এঙ্গেলসের স্বীকার্যগুলোকে মান্য করা হয়েছে। মার্কসবাদের ভিত্তি হচ্ছে বস্তুবাদ— বস্তু সমস্ত বাস্তবতার সার। বস্তু মনকে জন্ম দেয়, মন বস্তুকে জন্ম দেয় না। যেহেতু মন চিন্তাপ্রসূন, অতএব চিন্তাপ্রসূত সব বিষয়, যেমন শিল্পকলা, বিজ্ঞান, আইন, রাজনীতি ও নৈতিকতা প্রভৃতি ধারণা— সবই বস্তুজগৎসৃষ্ট। মন অর্থাৎ চিন্তা ও চিন্তনপ্রক্রিয়া হচ্ছে মস্তিষ্কের উৎপাদ। মস্তিষ্ক (অতঃপর ধারণা) সপ্রাণ বস্তুর বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে উদ্ভূত হয়। অর্থাৎ মস্তিষ্ক বস্তুজগতের উৎপাদ।

বস্তুবাদ মার্কসবাদের একটি ভিত্তি, অন্যটি দ্বন্দ্বতত্ত্ব। দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুযায়ী সবকিছুতেই দ্বন্দ্ব বিরাজমান। তবে রাত ও দিনকে দ্বন্দ্বমুখর প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখানো অতি দ্বন্দ্ববাদী প্রবণতা। দ্বন্দ্ব অনস্বীকার্য তবে এর মাত্রাভেদ আছে। এই ভেদের কারণেই দ্বন্দ্ব কখনো দ্বিধা, কখনো বিরোধ। দ্বন্দ্ব সংঘাতে পর্যবসিত হবে কি না তা নির্ভর করে এর বিকাশের মাত্রা ও পরিস্থিতির ওপর। সংঘাতের আগে পর্যন্ত দ্বন্দ্বের পক্ষগুলো বিজড়িত দশায় থাকে। একে 'আলিঙ্গন' দশাও বলা যায়। দ্বন্দ্বতত্ত্বের সাধারণ ইংরেজি ভাষ্যগুলোতে দ্বিতীয় স্বীকার্যকে বলা হয়, 'ইউনিটি অ্যান্ড স্ট্রাগল অব অপজিটস' অর্থাৎ 'বিপরীতের ঐক্য ও সংগ্রাম'। এঙ্গেলসের 'প্রকৃতির দ্বন্দ্বতত্ত্ব'-এ বলা হয়েছে, 'ইন্টারপেনিট্রেশন অব অপজিট'। একে 'বিপরীতের আলিঙ্গন' বলা যেতে পারে।

প্রতিপক্ষরা, অর্থাৎ বিপরীত সত্তাগুলো পরস্পর নির্ভরশীল। এক পক্ষের অস্তিত্ব আরেক পক্ষের অস্তিত্বের নিশ্চায়ক। এদের কেউ সম্পূর্ণ অপরহীন নয়, যেমন অন্ধকারেও কিছু আলো থাকে, আলোতেও থাকে কিছু অন্ধকার। পুরুষের কিছু পরিমাণে নারীগুণ এবং নারীর কিছু পরিমাণে নরগুণ আছে। পুরুষ এখন গর্ভধারণ করছে। ভালোবাসার ভেতরেও কিছু ঘৃণার লক্ষণ থেকে যায়। দ্বন্দ্ব শনাক্ত করা ও ব্যাখ্যা দেওয়ার বিষয়ে নির্দ্বিধায় 'চরমপন্থী' হওয়া চলে না। তা হলে আলোয় চোখ পুড়ে যায়, আঁধারে অন্ধ হয়ে যেতে হয়— অর্থ যদিও একই, কিছু দেখতে না পাওয়া। এঙ্গেলসের দ্বিতীয় স্বীকার্যে প্রতিপক্ষ অন্তর্ভুক্ত রাখার কথা বলা হয়েছে, খারিজ করতে বলা হয় নি, রণ পরিস্থিতিতে প্রবেশের আগে। কোনো কিছুই বিনাতর্কে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য নয়। প্রচলিত বিশ্বাস স্পষ্ট ধারণাপ্রাপ্তিতে সবচেয়ে বড়ো বাধা, অতএব এগোতে হলে বিশ্বাসে আবদ্ধতা কাম্য নয়। বদ্ধ ধারণা বা নির্দিষ্ট নকশা ভাঙাই দ্বন্দ্বতত্ত্বের কাজ, যদি তা করার বাস্তবতা থাকে। বিজড়ন জোর করে ভেঙে দেওয়ার বিষয় নয়।

দ্বিতীয় স্বীকার্যে অভেদের ধারণা বর্তমান। দ্বন্দ্বের 'বিশেষ' ও 'সাধারণ'কে চিনতে পারলে দ্বন্দ্বের ভেদ-অভেদ সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট হয়। অভেদ (আইডেন্টিটি), ঐক্য (ইউনিটি), সমাপতন (কো-ইনসিডেন্স), বিজড়ন (ইন্টারপেনিট্রেশন), পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (মিউচুয়াল ডিপেন্ডেন্স), পারস্পরিক সহযোগিতা (মিউচুয়াল কোঅপারেশন)— সব একই বিষয়, যার নাম অভেদ। দ্বন্দ্বের দুই পক্ষই অপরের

অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয় এবং তারা অভেদে বর্তমান থাকে। অভেদ মানে দ্বন্দ্বহীন অবস্থা নয়, তবে 'সংঘাতহীন' অবস্থা বলা যেতে পারে। উপযুক্ত পরিবেশে প্রতিপক্ষগুলোর অবস্থানের বদল ঘটে। কারণ পক্ষগুলো অনড় নয়, বরং পরিবর্তনশীল। দ্বন্দ্বের কোনো পক্ষই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে না। একের অস্তিত্ব না থাকলে অন্যের অস্তিত্বও থাকে না। সামন্ত-ভূমিদাস/কৃষক/রায়ত, বুর্জোয়া-প্রলেতারিয়েত, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র-উপনিবেশ, এসব সম্পর্ক পারস্পরিক অস্তিত্ব-সাপেক্ষ। কিন্তু এ কথা বলাই যথেষ্ট নয়। আরো গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, তারা পারস্পরিক অবস্থানে বদলযোগ্য— বিশেষ পরিস্থিতিতে বা শর্তে। যারা শাসিত তারা একদিন শাসক হয়। একদিন ইতিবাচক দায়িত্ব পালনকারী অন্যদিন প্রতিবিপ্লবী হয়ে উঠতে পারে শ্রেণিচরিত্রের কারণে। দ্বন্দ্ব পরিপ্রেক্ষিতনির্ভর, কিন্তু অভেদ শর্তাধীন, অস্থায়ী, অবস্থান্তরী এবং আপেক্ষিক। সব প্রক্রিয়ারই শুরু ও শেষ আছে— গতি (মোশন) তার কারণ। গতি বা অবস্থান্তর বা পরিবর্তন দ্বিবিধ— আপেক্ষিক পরিবর্তন এবং সংহত পরিবর্তন। উভয় গতিরই কারণ পক্ষগুলোর টানাপোড়েন। গতির প্রথম দশায় পরিমাণগত পরিবর্তন হয়। গতি নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছালে অভেদ দশায় ভাঙন ধরে, শুরু হয় গুণগত পরিবর্তন। ঐক্য, সংহতি, সংমিশ্রণ, সমতান, ভারসাম্য, অচলাবস্থা, অনড়দশা, বিরতি বা বিশ্রাম, দৃঢ়তা, আকর্ষণ প্রভৃতি, যা আমরা নিত্যজীবনে দেখতে পাই, সবই পরিমাণগত পরিবর্তনের দশায় দেখতে পাওয়া যায়। আর ধ্বংসক্রিয়া গুণগত পবির্তনের দশায় হয়। তখন দ্বন্দ্বের অবসান হয়— আপাতত। এ সূত্রে 'শত্রুতা'র (অ্যান্টাগনিজম) কথা আসে। শত্রুতা তথা চরম বিরোধ দ্বন্দ্বের একটি ধরন, তবে একমাত্র ধরন নয়। কিছু শত্রুতা প্রকাশ্য হয়ে দাঁড়ায়। শত্রু কখনো অ-শত্রু হয়ে উঠতে পারে, উলটোটাও হয়। নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত দ্বান্দ্বিক পক্ষগুলো একত্রেই অবস্থান করে। এটিই দ্বিতীয় স্বীকার্যের মূল প্রতিপাদ্য।

চার. দ্বন্দ্বতত্ত্বে পুরুষ ও প্রকৃতির ধারণার প্রয়োগ

দ্বন্দ্বের দুটি পক্ষের একটির নাম বিষয় এবং অন্যটির নাম বিষয়ী। প্রাচীন চীনা দর্শনে পক্ষ দুটিকে বলা হয় ইন ও ইয়াং। তন্ত্রে ও সাংখ্য দর্শনে বলা হয়, পুরুষ ও প্রকৃতি। এরা সতত দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকে। তবু তারা পরিপূরক হয়ে বিরাজমান। পরিপূরকতার শর্ত ভেঙে গেলে জগতের বা সৃষ্টির বা ব্যবস্থার লয় হয়। দ্বন্দ্বতত্ত্বের ইউরোপীয় ভাষ্যে প্রতিপক্ষগুলোর বিবিধ পরিচয় থাকলেও এদের সাধারণ স্বভাব প্রায় অনুল্লিখিত। ভারতীয় দর্শনে, মূলত লোকায়ত দর্শনে বিষয় ও বিষয়ীর স্বভাবগত পরিচয় নির্দিষ্ট— পুরুষ ও প্রকৃতি। ব্যক্তি-পুরুষ থেকে নিখিল-পুরুষ, সবাই পুরুষ; ব্যক্তি-নারী থেকে নিখিল-নারী, সবাই প্রকৃতি। আবার পুরুষ প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতি পুরুষের জন্মদাত্রী, পুরুষ প্রকৃতির জন্মদাতা নয়; তারা পরস্পর নির্ভরশীল সত্তা এবং তারা অনাদি। তাদের ভেদ বা পার্থক্য অর্থাৎ বিবেকও অনাদি। কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতি অনাদি হলেও ব্যক্তি-পুরুষ (নর) ও ব্যক্তি-প্রকৃতি (নারী) অনাদি নয়। প্রকৃতি বিনাশশীল তথা বিকারী ও সক্রিয় আর পুরুষ অবিনাশী, নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয়। প্রকৃতির নিত্য প্রবৃত্তি হয় আর পুরুষের হয় নিত্য প্রাপ্তি। জ্ঞানের দৃষ্টিতে শক্তি (প্রকৃতি) এবং শক্তিমান (পুরুষ) উভয়েই পৃথক। ভক্তির দৃষ্টিতে তারা অভিন্ন। কারণ শক্তিকে শক্তিমানের কাছ থেকে পৃথক করা যায় না। শক্তিমান ছাড়া শক্তির পৃথক অস্তিত্ব নেই। শক্তি না থাকলে শক্তিমানের অস্তিত্ব থাকে না। পুরুষ ও প্রকৃতি অভেদে বর্তমান। প্রচলিত ভাষ্যগুলোতে বিষয় ও বিষয়ীকে এভাবে দেখা হয় না। দেখতে পারলে প্রকৃতি-পুরুষ দ্বন্দ্ব তথা নারী-পুরুষ দ্বন্দ্বের বিষয়টি আরো স্পষ্ট ও বোধগম্য করা সম্ভব।

দ্বিতীয় স্বীকার্যের সারকথা হলো, প্রতিপক্ষগুলো অর্থাৎ বিষয় ও বিষয়ী, পুরুষ ও প্রকৃতি একত্রে অবস্থান করে। এরই ভিন্ন ভাষ্য হলো, পুরুষ প্রকৃতিকে ছাড়া থাকতে পারে না, প্রকৃতিও পুরুষকে ছাড়া থাকতে পারে না; যেমন, আগুন ও দাহ্যশক্তি। সাংখ্য ও তন্ত্রের ধারণা অনুযায়ী আগুন হচ্ছে পুরুষ এবং দাহ্যশক্তি হচ্ছে প্রকৃতি। সনাতন ধর্মের তন্ত্রপ্ররোচিত ভাষ্যে বলা হয়েছে, যুগলমূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীমতীর (রাধার) দিকে এবং শ্রীমতীর দৃষ্টি কৃষ্ণের দিকে থাকে। তারা পরস্পরের আকাঙ্ক্ষী। তারা জোড়ায় (অভেদে) বর্তমান।

দ্বিতীয় স্বীকার্যে দ্বন্দ্বের প্রতিপক্ষগুলোর সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাপারে ভারতীয় দর্শনের বা চীনা দর্শনের মতো আলোচনা নেই। অবশ্য এটা দোষের বিষয় নয়। সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে, পুরুষ হলো শুদ্ধ চৈতন্য। এটি স্বাধীন, মুক্ত এবং বাক্য ও মনের অগোচর। তাকে অন্য কিছুর দ্বারা জানা যায় না। পুরুষ মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হয় না এবং তাকে শব্দ ও ব্যাখ্যা দ্বারা বোঝানো যায় না। পুরুষ শুদ্ধ এবং মূল চৈতন্য। পুরুষের সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই। পুরুষকে বহুবিধও বলা হয়। দ্বিতীয় স্বীকার্যের ব্যাখ্যায় দ্বন্দ্বের একটি পক্ষকে (অর্থাৎ পুরুষকে) উপর্যুক্ত বয়ান অনুযায়ী দেখা হয় না; কারণ দ্বন্দ্বতত্ত্বের পরিভাষা ও তন্ত্র-সাংখ্যের পরিভাষার সমীকরণ এখনো সম্পন্ন হয় নি। সামাজিক-রাজনৈতিক-দার্শনিক পরিসরে সাংখ্য ও তন্ত্রের ধারণা অন্তর্ভুক্ত হলে মার্কসবাদী দর্শনের তথা দ্বন্দ্বতত্ত্বের আলোচনা পুষ্ট হবে।

দ্বন্দ্বের আরেক পক্ষ প্রকৃতির আলোচনায় বলা হয়, এটি জগৎ সৃষ্টির প্রথম কারণ। পুরুষ ছাড়া সব কিছুই প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন। অবশ্য এ ভাষ্য নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ রয়েছে। সাংখ্য দর্শন শেষ পর্যন্ত এ ভাষ্য অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি-অনপেক্ষ, এ কথা স্বীকার করে না। বরং বলে, পুরুষও প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত। জগৎ প্রকৃতপক্ষে পুরুষ ও প্রকৃতির মিথুনজাত। একে সম্পূরক দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত অবস্থা বলা যেতে পারে। দ্বান্দ্বিক পক্ষগুলোর প্রথম সংঘাতে বা জগতের প্রথম বিকারে পুরুষ-প্রকৃতির পৃথক সত্তা স্পষ্ট হয়, যদিও তারা অভেদ দশায় থাকে। প্রকৃতির পরবর্তী বিকারে আরো অনেক জাগতিক দশা বা তত্ত্বের উদ্ভব হয়। মন-সহ যা কিছু জাগতিক, সবই প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতি চৈতন্যরহিত ও বুদ্ধিরহিত, তাই একে বলা হয় 'জড়'। প্রকৃতি তিন গুণ : সত্ত্ব (স্থিরতা, সৌন্দর্য, ঔজ্জ্বল্য ও আনন্দ), রজঃ (গতি, ক্রিয়াশীলতা, উচ্ছ্বাস ও যন্ত্রণা) এবং তমঃ (সমাপ্তি, কঠোরতা, ভার, ধ্বংস ও আলস্য)। আর পুরুষ নির্গুণ; সে প্রকৃতির গুণে গুণান্বিত। সব জাগতিক ঘটনা প্রকৃতির বিবর্তন বা বিকারের ফল।

প্রকৃতিই জগতের মূল তত্ত্ব। প্রকৃতি থেকেই যাবতীয় জাগতিক বস্তুর সৃষ্টি। এভাবে দেখলে দ্বন্দ্বের দুটি পক্ষের একটি অধিক তৎপর বলা যায়। এঙ্গেলসের দ্বিতীয় স্বীকার্যেও একটি পক্ষের (অধিকৃত পক্ষের বা দমিত পক্ষের, যেমন শ্রমিক শ্রেণি, উপনিবেশ প্রভৃতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষার নিরিখে) অধিক সক্রিয়তা লক্ষণীয়; কিন্তু পারিভাষিক কারণে দ্বিতীয় স্বীকার্যকে সাংখ্য দর্শন বা তন্ত্রের ব্যাখ্যার অনুরূপে দেখানোর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। পারিভাষিক সম্পর্কের অভাবের কারণে। সাংখ্য অনুযায়ী প্রত্যেক জীব (তথা বস্তু) এবং ধারণা পুরুষ ও প্রকৃতির মিশ্রণে গঠিত এবং তাদের অস্তিত্ব দ্বন্দ্বময়। অহংকার প্রকৃতির বিকারের ফল। প্রকৃতি তেইশ উপাদানে গঠিত। এসবের মধ্যে রয়েছে বুদ্ধি বা মহৎ, অহংকার ও মন। বুদ্ধি, মন ও অহংকারকে বলা হয় জড় প্রকৃতি। অহংকার একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। এটি সব মানসিক অভিজ্ঞতাকে গ্রাস করে এবং অধিকৃত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মন ও বুদ্ধিকে গ্রাস করে। অতএব বলা যায়, অহংকার ও অভিজ্ঞতা দ্বান্দ্বিক সত্তা। বিকারজনিত কারণে অহংকার পুরুষ-স্বভাব ধারণ করে বলেই তার মধ্যে অধিকারী বা অধিপতি সত্তার (প্রধান প্রতিপক্ষ বা ডমিন্যান্ট অপজিট) বিকাশ ঘটে। সৃষ্টির বিবর্তনে

পুরুষ ও প্রকৃতি অনড় সত্তা নয়। তাদের অবস্থান্তর ঘটে; যেমন, পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব সম্পন্ন হলে পূর্ববর্তী অধিকৃত শ্রেণি বা শ্রমিক শ্রেণি নতুন আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে বা রাষ্ট্রে প্রধান প্রতিপক্ষে বা অধিপতি শ্রেণিতে তথা পুরুষে পরিণত হয়। আগের অধিপতি শ্রেণি অর্থাৎ মালিক শ্রেণি পূর্বসত্তা হারিয়ে দমিত প্রতিপক্ষে বা গৌণ প্রতিপক্ষে তথা প্রকৃতিতে পরিণত হয়, দ্বন্দ্বের নতুন সম্পর্কের সাপেক্ষে। পুরুষ ও প্রকৃতিকে, দ্বন্দ্বের দুই প্রতিপক্ষের সঙ্গে এভাবে সমীকৃত করে দেখা সম্ভব। সেটি হলে দ্বন্দ্বতত্ত্বের পরিসর আরো সম্প্রসারিত হয় বলে আমার ধারণা। দ্বন্দ্বতত্ত্বের নিরিখে তন্ত্র ও সাংখ্য দর্শনের ধারণাবলির ব্যাখ্যার নতুন ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়। মনকে জাগতিক ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করে সাংখ্য দর্শন। মন যেহেতু জাগতিক বস্তু থেকে উৎপন্ন, অতএব মানসিক ঘটনাবলি বস্তুর বিকার বা বিকাশের (ডেভেলপমেন্ট) সাপেক্ষে ব্যাখ্যার যোগ্য। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ চিন্তা ও ধারণাকে 'বস্তু' হিসেবেই বিবেচনা করে। তবে চিন্তা বা ধারণা মূর্ত বস্তু নয়, এরা অমূর্ত। মনও তা-ই। দ্বন্দ্বতত্ত্বের যুক্তিতে বলা যায়, মন দৈহিক গতির সূচনা করতে সক্ষম।

সাংখ্যে বিবর্তনের/বিকারের ধারণা প্রকৃতি ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক-নির্ভর। গুণত্রয় যতক্ষণ সমতাবিধান করে থাকে, ততক্ষণ প্রকৃতি অব্যক্ত। অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-বিক্রিয়ার কারণে তিন গুণের সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয়। যার ফলে অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে ব্যক্ত প্রকৃতির উদ্ভব হয়। পুরুষেরও উৎপত্তি হয় তখন— নিস্পৃহ, আলাভোলা এক পুরুষ; প্রকৃতির স্পর্শ ছাড়া যে সক্রিয় হয় না। প্রকৃতির কয়েকটি বিবর্তিত রূপ আরও বিবর্তনের জন্ম দেয়; যেমন, বুদ্ধি নিজে প্রকৃতি থেকে উৎসারিত হয়, আবার বুদ্ধির থেকে অহংকারের জন্ম হয়। অহংকারের বিকারে সৃষ্টি হয় পঞ্চতত্ত্বের। এই পঞ্চতত্ত্বই জগতের সকল বস্তুর, জীবের অস্তিত্বের কারণ। কিন্তু পঞ্চতত্ত্ব বিবর্তিত বস্তুর বিবর্তিত রূপ নয়। কারণ জীবসত্তা বা বিকশিত বস্তু (বা তত্ত্ব) পঞ্চতত্ত্ব (মৃত্তিকা, অগ্নি, জল, বায়ু ও আকাশ) থেকে মৌলিকভাবে আলাদা নয়। সাংখ্য দর্শনে বিবর্তন (বিকাশ বা পরিবর্তন) নির্দিষ্ট কারণে সংগঠিত হয়। কারণ ছাড়া পুরুষ ও প্রকৃতির লীলা জমে না— অর্থাৎ দ্বন্দ্ব বিকশিত হয় না।

পাঁচ. পরিবেশ-প্রতিবেশ ও মানবসমাজ

পুরুষ-প্রকৃতি সম্পর্কিত ধারণাকে দ্বন্দ্বতত্ত্বের দ্বন্দ্ব-বিষয়ক ধারণার সঙ্গে, বিশেষ করে এঙ্গেলসের দ্বিতীয় স্বীকার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করার কারণ প্রকৃতিকে (ফেমিনিন, সিস্টেম) প্রকৃতি (ন্যাচার) হিসেবে এবং পুরুষকে (ম্যাসকুলিন, সিস্টেম-অপারেটর) পুরুষ (ন্যাচার-অপারেটর) হিসেবে দেখা। তন্ত্রে-সাংখ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞানতাত্ত্বিক বয়ান রয়েছে। এসবের দ্বন্দ্বতত্ত্বীয় আলোচনার আবশ্যকতাও রয়েছে। তবে এ লেখার পরিসরে তেমন আলোচনার অবকাশ নেই। শুধু ধারণাগত ঈঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। পরিভাষার সমস্যাও যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। তন্ত্র-সাংখ্যের বয়ান ও পরিভাষা অনুসরণ করে বলা যায়, প্রকৃতি (ন্যাচার) থেকে পুরুষ (মানবসমাজ) উৎপন্ন হয়েছিল। প্রকৃতির ইচ্ছা-সাপেক্ষে মানবসমাজ পুরুষরূপে তাকে কর্ষণ করে এবং ফসল উৎপাদন করে। অতএব উৎপাদক পুরুষকুলের অন্তর্ভুক্ত। কর্ষণ ও ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে পুরুষ নানা বস্তু বা পদার্থ এবং নানা তত্ত্বও উৎপাদন করে, সেসব তত্ত্ব অনুধাবন করে পুরুষ জ্ঞানী হয়; জ্ঞানযোগে পুরুষ মোক্ষ লাভ করে। পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে উৎকৃষ্ট সম্পর্ক থাকলে সম্পূরক দ্বন্দ্বের উপস্থিতি ঘটে, অর্থাৎ বিপরীতের আলিঙ্গন পরম সুখের হয়। পুরুষ-প্রকৃতি লীলারত থাকে, এ লীলার ফল সৃষ্টি ও সৃষ্টির বিরাজমানতা। লীলা ভেঙে গেলে রণ-পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। স্থূল অর্থে নারী-পুরুষের সংসারে বিপর্যয় দেখা দেয়; শ্রমিক-মালিকের, কর্তা-কর্মীর,

সরকার-জনগণের এবং পরিবেশ-প্রতিবেশ ও মানবসমাজের বন্ধন ছিন্ন হয়— পরিণাম ধ্বংস, প্রলয়, বৈশ্বিক বিপর্যয়।

বৈশ্বিক প্রতিবেশ-রক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তনের আন্দোলন চাঙ্গা হচ্ছে। এ আন্দোলনে নারীবাদের বিশেষ ধারা ইকোফেমিনিজমের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। নারী (ও নারীবাদী) নিজেকে প্রকৃতির অংশ গণ্য করে নারীবাদে পরিবেশ-প্রতিবেশকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং তার নিরিখে পুঁজিবাদী সমাজের বা যে কোনো কর্তৃত্ববাদী কাঠামোর গঠনমূলক সমালোচনা করছে। নারী ও নারীবাদের সঙ্গে এ লেখার বিশেষ সম্পর্ক এখানেই। পুঁজি-সঞ্চয়নের জন্য প্রকৃতিকে নির্বিচারে 'ধর্ষণ' করছে পুঁজিবাদী সমাজ (সার্বিক বিচারে মানবসমাজ)। এই পরিপ্রেক্ষিতে আবার আলোচনায় এসে হাজির হয়েছে মার্কসবাদী-অমার্কসবাদী, সব ধরনের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা। বর্তমান বৈশ্বিক জরুরি অবস্থায় (প্লানেটারি এমার্জেন্সি) পরিবেশ-প্রতিবেশ ও মানুষের অস্তিত্বের কথা ভেবে তাত্ত্বিকরা পুঁজিবাদের সমালোচনা করছেন নতুন আঙ্গিকে। আবারো একটি 'পুরুষ-প্রকৃতি লীলা-ভঙ্গ দশা' দেখা দিয়েছে। নটরাজের নাটমঞ্চের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলেই এ দশার অবসানের জন্য প্রলয়নৃত্য শুরু হবে। এর পর পুরুষ ও প্রকৃতিকে 'নতুন সংসার'-এ তথা নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় লীলারত করতে হবে পরবর্তী সৃষ্টির জন্য। সম্ভবত এ কারণেই 'প্রকৃতি-বন্দনা' বেড়েছে।

প্রাথমিক পর্বের ঐতিহাসিক বস্তুবাদী তত্ত্ব-সাহিত্যে প্রতিবেশকেন্দ্রিক আলোচনা-সমালোচনা ছিল। তবে চর্চা কম ছিল। কেন? এর আংশিক জবাব রোজা লুক্সেমবার্গের কথায় পাওয়া যায়— শ্রমজীবীর আন্দোলনের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে, পরিবেশ-প্রতিবেশ বিষয়ক ধারণা তাৎক্ষণিক বিবেচনার বাইরে থেকে গিয়েছিল। তাঁর মতে, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন যত জোরালো হবে, নতুন ঐতিহাসিক লড়াই যত বাড়বে, বিষয়টি ততই বোধগম্য হবে এবং তত গুরুত্ব নিয়ে মার্কসবাদ তথা দ্বন্দ্বতত্ত্বের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হবে। পরিবেশ-প্রতিবেশ বিষয়ক মার্কসবাদী চর্চা কম হওয়ার বড়ো আরেকটি কারণ পশ্চিমা মার্কসবাদ ও সোভিয়েত মার্কসবাদের বিরোধ।

সামাজিক ও প্রাকৃতিক 'বিপাকতন্ত্র'-এ বিপর্যয় দেখা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে (ক্রমাগত ও অধিক কর্ষণে ভূমির উর্বরতা হ্রাস এবং তার ফলে উৎপাদন হ্রাস; শিল্পোৎপাদনের কারণে পরিবেশ ও প্রতিবেশের মারাত্মক দূষণ) ঊনবিংশ শতকে 'মেটাবলিক রিফট (বিপাকীয় বিপর্যয়)'-এর ধারণা হাজির করেছিলেন কার্ল মার্কস, ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলোসফিকেল ম্যানাস্ক্রিপ্টস-এ। বিষয়টিকে মার্কসের বিপাকীয় বিপর্যয় তত্ত্ব বা থিওরি অব মেটাবলিক রিফট বলা হয়। পরে এ শিরোনামে বিষয়টিকে তত্ত্ব হিসেবে হাজির করেন জন বেলামি ফস্টার।

মার্কসের বিপাকীয় বিপর্যয়ের ধারণা অনেক দিন আলোচনার বাইরে ছিল। কারণ অনেকে এ ব্যাপারে অবহিতই ছিল না। পাণ্ডুলিপিটি তাঁর জীবদ্দশায় গ্রন্থিত হয় নি। তাই অভিযোগ তোলা হতো মার্কস পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষটিকে আমলে নেন নি বা এড়িয়ে গেছেন। ১৯৩২ সালে এটিকে বই আকারে প্রকাশ করেন সোভিয়েত গবেষকরা। সাম্প্রতিক সময়ে মার্কসীয় বা মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা এ তত্ত্বের নিরিখে কার্বন মেটাবলিজমের সাপেক্ষে বৈশ্বিক প্রাকৃতিক (এবং সামাজিক) বিপর্যয়কে বোঝার চেষ্টা করছেন। তারা স্থায়িত্ব বা টেকসই অবস্থা (সাসটেইনেবিলিটি) বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যু সামনে এনেছেন। সমাজতন্ত্রী প্রতিবেশবিদরা বলছেন, পুঁজিবাদ দুনিয়ার মানব-প্রভাবিত পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত

করেছে। দুটি ধাপে এটা হয়েছে— এক. অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে সূচিত শিল্পবিপ্লব এবং দুই. একচেটিয়া পুঁজিবাদের উত্থান (বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে; প্রযুক্তি-বৈজ্ঞানিক বিপ্লব, যার স্মারক পারমাণবিক শক্তি এবং সিনথেটিক রাসায়নিকের বিপুল বাণিজ্যিক ব্যবহার)। এই প্রতিবেশবিদরা দ্রুত অ্যানথ্রপোসিনের ধারণা গ্রহণ করেন। অ্যানথ্রপোসিন একটি প্রস্তাবিত যুগ— মানুষ যে সময় থেকে দুনিয়ার ভূতাত্ত্বিক ও পরিবেশ-প্রতিবেশ ব্যবস্থায় কার্যকর প্রভাব ফেলছে সেই সময়ে এ যুগের শুরু। মানবজাত জলবায়ু-পরিবর্তন (অ্যানথ্রপোজেনিক ক্লাইমেট চেঞ্জ)-এর ধারণাকেও অ্যানথ্রপোসিন যুগের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ যুগেই পুরো গ্রহের ভূতাত্ত্বিক শক্তি (প্ল্যানেটারি জিওলজিক্যাল ফোর্স) হিসেবে আধুনিক মানবসমাজের উদ্ভব হয়। মানুষ হয়ে ওঠে দুনিয়াবি'র (আর্থ-সিস্টেম) পরিচালক, সংস্থাপক।

এখন যে বৈশ্বিক বিপর্যয় দশা চলছে, তাকে বলা যেতে পারে 'গ্লোবাল ইকোলজিকেল রিফট'। বৈশ্বিক মাত্রায় প্রকৃতি-মানুষ সম্পর্কে বিপর্যয় ঘটেছে। পুঁজি-সঞ্চয়নের অশেষ প্রক্রিয়ার কারণে এ সংকটের উদ্ভব। এ সংকটের বিষয়ে আলোচনায় মার্কসের তত্ত্বের বিশ্লেষক ও প্রয়োগকারীদের মধ্যে 'সাধারণ লক্ষ্য' নির্ধারণের প্রবণতা বাড়ছে। এ প্রবণতা জটিল ও আন্তঃসংযুক্ত বিবর্তনের ধারণাকে বিবেচনায় রাখে। এ ঘরানার প্রতিবেশবাদীরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির, বিশেষত বিমূর্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সমালোচনা অথবা পুঁজি-সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার সমালোচনা দিয়ে যাত্রা শুরু করে। তাদের মতে, গুণিতক হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হতে পারে না দুনিয়াবিতে হুজ্জতি না বাঁধিয়ে। হুজ্জতির অবসান ঘটাতে হলে উন্নয়ন-প্রক্রিয়াকে, বিশেষ করে ধনী দেশগুলোতে, নতুন রূপ ধারণ করতে হবে, যা গুণসম্পন্ন, যৌথ/সম্মিলিত এবং সাংস্কৃতিকভাবে আলাদা।

সমাজতন্ত্র বিষয়ক মার্কসের ভাবনার মূলে রয়েছে টেকসই ও সুষম মানব-উন্নয়ন। কিন্তু বর্তমান পুঁজি-সঞ্চয়ন ব্যবস্থায় তা কার্যকর করা সম্ভব নয়। এ ভাবনা রূপায়নের জন্য প্রতিবেশতগভাবে টেকসই ব্যবস্থা দরকার, যেখানে দৃশ্যমান ও অনুধাবনযোগ্য সমতা থাকবে। ব্যবস্থাকে বদলাতে হবে, জলবায়ুকে নয়। সেই বিপ্লব এখনো বহু দূর। চলমান বৈশ্বিক দ্বন্দ্বে (উপকরণাদির নিরিখে) গৌণ প্রতিপক্ষ হলো প্রকৃতি (পরিবেশ-প্রতিবেশ) এবং মুখ্য প্রতিপক্ষ হলো পুরুষ (মানবসমাজ)। এ অবস্থানে বদল না ঘটলে টেকসই ও সুষম মানব-উন্নয়ন, অতঃপর সাম্য অভিমুখে যাত্রা সফল হবে না; বর্তমান অভেদ বা মিথুন ভেঙে নতুন অভেদ বা মিথুন গড়াও সম্ভব হবে না— দ্বিতীয় স্বীকার্যের পর্যালোচনায় এ কথা বলা যায়।

ছয়. উপসংহার

দ্বন্দ্ব মানে পুরুষ ও প্রকৃতির লীলা, বিজড়িত দশা। বাংলায় এর অভিধানিক অর্থও একই ঈঙ্গিত দেয়— যুগল, মিথুন, মিলন। দ্বন্দ্ব সমাসের দ্বন্দ্ব-এর অর্থও তা-ই। দ্বন্দ্ব ভারসাম্য বজায় রাখতে চায়। সেই দশার নামই অভেদ (আইডেন্টিটি)। দম্পতির ভিতরেও দ্বন্দ্ব বর্তমান (দম মানে জায়া বা স্ত্রী এবং পতি মানে স্বামী)। এঙ্গেলস বাংলা জানলে এবং বাউলতত্ত্ব (যা সাংখ্য ও তন্ত্রের পরম্পরা মেনে চলে) সম্পর্কে অবহিত থাকলে দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বতত্ত্বের আরো চমৎকার ব্যাখ্যা ও বিবরণ পাওয়া যেত বলে ধারণা করা যায়। যেহেতু তিনি বর্তমান নেই, এ দায়িত্ব তাঁর অনুগামী দাবি করেন যারা তাদের। দ্বন্দ্বের কুশীলবদের (বিষয় ও বিষয়ী) সম্পর্কে সম্যক ধারণার জন্য দ্বান্দ্বিক পক্ষগুলোকে পুরুষ ও প্রকৃতির আদলে চিনে নিলে উপলব্ধির প্রক্রিয়া সহজতর হবে।

দ্বন্দ্ব ও লীলা মূলগতভাবে একই। এভাবে দেখলে দ্বন্দ্বের অভ্যন্তরীণ কারণ ও বাহ্যিক প্রভাব সনাক্ত করা সহজ হতে পারে। দ্বন্দ্বতত্ত্ব ব্যাখ্যার যান্ত্রিকতা থেকে অনেকাংশেই মুক্ত হবে। অন্যদিকে দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রয়োগে ভারতীয় দর্শন ভাবের আছর কাটিয়ে ঐশ্বরিক থেকে মানবিক হয়ে উঠবে, সারকথায় বাংলা অঞ্চলের (ও ভারতীয় উপমহাদেশের) দর্শন 'বৈদিকের ঘোর' কাটিয়ে উঠবে। দ্বন্দ্বতত্ত্বের আলোচনায়, বিশেষ করে দ্বিতীয় স্বীকার্যের যথার্থতা প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে, দ্বান্দ্বিক পক্ষগুলোর পরিচয় ও স্বভাব বোঝার জন্য পুরুষ-প্রকৃতি ধারণা, মার্কসবাদী ও ভারতীয় উভয় অর্থে, প্রযুক্ত হতে পারে। দ্বন্দ্বের আকার-প্রকার বোঝাও সহজ হবে। দ্বন্দ্বের আকার-প্রকার বোঝার স্বার্থেই এ লেখার পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টিতে চীনা কোম্পানির বিজ্ঞাপণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এ দ্বন্দ্ব এখন পর্যন্ত অভেদাত্মক। তবে বিপর্যয় ঘটলে চীনে নারীর (নারকেলী শরবতের ভোক্তা) পছন্দের স্বাধীনতায় (ফ্রিডম অব চয়েস) রাষ্ট্র বা কর্তৃপক্ষ বাধা দিত বলে গল্প ফাঁদা হতে পারে।

এঙ্গেলসের দ্বন্দ্বতত্ত্বে দ্বন্দ্বের মূল বিষয়টি আলোচিত হয়েছে দ্বিতীয় স্বীকার্যে— যার নাম বিপরীতের আলিঙ্গন। এ বিষয়ে কিছু ভাবার তাগিদ দেখা দিয়েছিল 'প্রকৃতির দ্বন্দ্বতত্ত্ব' দ্বিতীয় বার পাঠ করার পর। হঠাৎই খেয়াল হয়েছিল, প্রচলিত ভাষ্যগুলোতে বলা হয়েছে, বিপরীতের ঐক্য ও সংগ্রাম (ইউনিটি অ্যান্ড স্ট্রাগল অব অপজিটস)। কিন্তু 'প্রকৃতির দ্বন্দ্বতত্ত্ব'-এর ইংরেজি ভাষ্যে বলা হয়েছে, ইন্টারপেনিট্রেশন অব অপজিটস; যার বাংলা করলে দাঁড়ায়— বিপরীতের আলিঙ্গন; বিপরীতের সঙ্গম বা বিপরীতের বিজড়নও বলা যায়। অবশ্য দুটি ভাষ্যের মর্মার্থ একই। তবে 'বিপরীতের আলিঙ্গন'-এর জোর বেশি; ব্যাপ্তি ও গভীরতাও বেশি। 'আলিঙ্গন' পুরাণে ব্যবহারের উপযোগী শব্দ ও পরিভাষা; 'মিথুন' শব্দটি আরো বেশি সংযোগ্য, যাতে লীলার আবহ রয়েছে। দ্বন্দ্ব সমাসের দ্বন্দ্বও 'মিথুন' বটে। পৌরাণিক বয়ানের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় স্বীকার্যকে 'পুরুষ ও প্রকৃতির লীলা'ও বলা যায়। সাধারণ্যে এ পরিভাষা বোধগম্য। বাউলতত্ত্বের চর্চা যারা করেন, তারা খুব ভালো করে এটি জানেন এবং বোঝেন।

দ্বিতীয় স্বীকার্য জগৎ-বিকাশের প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গ্রহণবোধ্য বয়ান। এ প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্তিমূলক, বর্জনমূলক নয়; অর্থাৎ প্রতিপক্ষ বিবেচ্য বিষয়, ত্যাজ্য নয়— এ কথা এঙ্গেলসের ভাষ্যে রয়েছে, রয়েছে সাংখ্যতন্ত্রের ভাষ্যেও। প্রতিপক্ষগুলো পরস্পরের অস্তিত্বের শর্ত। পরিপ্রেক্ষিত ও পরিভাষার কাঠিন্য দ্বিতীয় স্বীকার্যের ব্যাখ্যার প্রতিবন্ধক। সেই প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করা সম্ভব তন্ত্র-সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির ধারণার সাহায্যে। এ ধারণা অনুযায়ী, পুরুষ ও প্রকৃতি অভেদে (মিথুনে) অবস্থান করতে আগ্রহী। বিপর্যয় একটি পরিপ্রেক্ষিতগত বিষয়, বিকারের ফল। বিপর্যয়ের পরিণাম অভেদের অবসান এবং নতুন অভেদে উত্তরণ। দ্বিতীয় স্বীকার্যের পর্যালোচনায় পুরুষ ও প্রকৃতির ধারণা প্রযুক্ত হলে দ্বন্দ্বতত্ত্বের ইউরোপীয় ভাষ্যের সঙ্গে ভারতের, বিশেষ করে বাংলা-অঞ্চলের লোকায়ত দর্শনের ধারণার সংযোগ সফলভাবে স্থাপন করা সম্ভব।

সাইফ তারিক সহকারী বার্তা সম্পাদক, দৈনিক কালের কণ্ঠ। tarik69@gmail.com

পাঠ-সহায়ক

১. হুমায়ুন কবির, মার্কসবাদ; জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, কাঁটাবন, ঢাকা, ২০১৭।

২. হারুন রশীদ, মার্কসীয় দর্শন; জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, কাঁটাবন, ঢাকা, ২০১৪।

৩. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শন; ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১২।

৪. বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য (সপ্ততীর্থ), সাংখ্যদর্শনের বিবরন; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০৮।

5. রণদীপম বসু, তন্ত্রের জ্ঞানতত্ত্ব, তন্ত্র-সাধনা; হ-র-প্পা; https://horoppa.wordpress.com/

6. China bans 'breast boosting' coconut juice ads. https://www.asiatimes.com/2019/02/article/china-bans-breast-boosting-coconut-juice-ads/

7. BASIC CONCEPTS OF DIALECTICS by Thomas Weston, January 3, 2012. Source: http://marxistphilosophy.org/Intro/DialDefs.htm

8. The Basics Of Marxism: Dialectical Materialism By HoniSoit, 05 Mar 2009 10:28. https://www.politicsforum.org/forum/viewtopic.php?t=108129

9. Selected Works of Mao Tse-tung; ON CONTRADICTION, August 1937. https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-1/mswv1_17.htm

10. George Walford, John Rowan: Dialectical Thinking. http://gwiep.net/wp/?p=427

11. Andreas Admasie (PhD candidate, University of Basel and University of Pavia*),* May 16, 2017; Messay Kebede and false 'dialectics' (Andreas Admasie). https://borkena.com/2017/05/16/messay-kebede-false-dialectics/

12. Marxism and Ecology: Common Fonts of a Great Transition [from http://www.greattransition.org/]

13. John Bellamy Foster, October 2015. (https://systemicalternatives.org/2015/11/04/marxism-and-ecology-common-fonts-of-a-great-transition/)

14. Ecofeminism: Historic and International Evolution [Laura Hobgood-Oster]. (https://systemicalternatives.org/2016/01/18/ecofeminism-historic-and-international-evolution/)

15. Introduction to ecofeminism [Karen J. Warren]; http://media.pfeiffer.edu/lridener/courses/ecowarrn.html

16. From Michael E. Zimmerman, J. Baird Callicott, George Sessions, Karen J. Warren, and John Clark (Eds.), Environmental Philosophy: From Animal Rights to Radical Ecology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1993, pp. 253-267. (https://systemicalternatives.org/2016/10/24/introduction-to-ecofeminism/)